দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 FEB 2008
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫ .....

পরীক্ষার্থীদের টেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত পরিপত্র নিয়ে বিভ্রান্তি

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নেয়া সংক্রান্ত পরিপত্র নিয়ে খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, পরিপত্রে কিছুটা সংশোধন হবে, পরিপত্রের ব্যাখ্যায় বুঝানো হয়েছে, এখন থেকে নির্বাচনী (টেস্ট) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ সব ধরনের পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব বাবলু কুমার সাহা স্বাক্ষরিত এই পরিপত্রে বলা হয়, নানা কারণে অনেক শিক্ষার্থী (১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার্থীদের টেস্ট পরীক্ষায়

(১৬শ পৃঃ পর)

নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না। মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ এক বা একাধিক বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনে সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ বঞ্চিত করা গ্রহণযোগ্য নয়।

তাই নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ২০০৩ সালের ১৯ অক্টোবর জারি করা পরিপত্রটি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ২০০৩ সালের ১৯ অক্টোবর জারি করা পরিপত্রে উল্লেখ ছিল, নির্বাচনী পরীক্ষায় কৃতকার্য না হলে কেউ পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। কোন প্রতিষ্ঠানে এর ব্যতিক্রম হলে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। ২০০৩ সালের পরিপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত দ্বারা বুঝানো হয়েছে এখন থেকে শিক্ষার্থীরা নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করলেও এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরিপত্রের সংবাদ ইত্তেফাকে প্রকাশ হবার পর শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান। নির্বাচনী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থী জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী আমরা এ বছর চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নিতে পারব। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার দাবি জানান। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের বলা হচ্ছে সরকারের এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৪ ফেব্রুয়ারি জারি করা পরিপত্রের কিছুটা সংশোধন এনে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করা হবে। আজ মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে সংশোধনী আনা হতে পারে।